সম্পাদনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:
হযরত মাওলানা অলি আহমদ
তত্ত্বাবধায়ক, রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

উপদেষ্টামন্ডলী সদস্য
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
জনাব মুহাম্মদ মাহতাব উদ্দীন
জনাব মুহাম্মদ এনামুল হক
জনাবা মোসাম্মৎ রোজী আক্তা
জনাব মুহাম্মদ আতিকুল ইসলাম

প্রধান সমন্বয়কারী
জনাব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

সম্পাদক
শামসুল আরেফিন জিসান

সহ-সম্পাদক
হাফসা নূর ডলি
সাদিয়া ইসলাম
তারেক যোবায়ের

প্রকাশকাল:
২৬ জানুয়ারি ২০২০ ঈসায়ী
২৯ জুমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরি
১৫ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ নির্দেশনা:
শারমিন রশিদ আলো
সাদিয়া নূর আঁখি

বর্ণ বিন্যাস:
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

প্রকাশনায়:
দাখিল পরীক্ষার্থী ২০২০

দাখিল স্মৃতি স্মারক ২০২০

দাখিল পরীক্ষার্থী ২০২০
রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ـ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِيْ الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ(سورة التوبة: 122)

মু'মিনদের উচিত হবে না যে, তারা সকলেই দীনের গভীর জ্ঞানের জন্য লোকালয় ছেড়ে চলে যাবে। বরং তাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে যারা দীনের গভীর জ্ঞানের জন্য বেরিয়ে পড়বে এবং জ্ঞানার্জন শেষে তারা পুনরায় তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসবে যেন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে; ফলে আশা করা যায় তারা সতর্ক হয়ে যাবে। (সূরা তাওবা, আয়াত-১২২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী

مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّى يَرْجِعَ (رواه الترمذي)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য ঘর থেকে বের হয় সে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। (তিরমিযি)

তত্ত্বাবধায়কের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া যে, রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে এগিয়ে চলছে দুর্বার গতিতে। দাখিল পরীক্ষার্থী-২০২০ এর পক্ষ থেকে দাখিল সমাপনী উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লেখনি শক্তি নি:সন্দেহে সমৃদ্ধ হয়েছে। মহীয়ান সকাশে প্রার্থনা, তিনি যেন নেপথ্যে ও প্রকাশ্যে থেকে যারা স্মরণিকাটিকে আলোর মুখ দেখিয়েছেন, তাদের সবাইকে কবুল করেন।

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদরাসা শিক্ষা তাদের অনন্য ধারা অব্যাহত রেখে চলছে।সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের প্রধান কাজ হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের পাশাপাশি গবেষণাধর্মী সৃজনশীল ও প্রচারধর্মী কর্মে মনোনিবেশ করে দীনের যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। আর সেই লক্ষ্যেই রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা একাডেমিক পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি একাধিক সহ-পাঠ্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের আয়োজনে প্রকাশিত বিদায়ী স্মৃতি স্মারক। অতীতের ঘটনাবহুল স্মৃতিগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী করার ক্ষেত্রে স্মরণিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

মহান রবের দরবারে বিনীত ফরিয়াদ, হে আল্লাহ, আপনি আমার শিক্ষার্থীদের কবুল করুন, তাদের সৎ ও যোগ্য দীনের খাদেম হিসেবে কবুল করুন। পরিশেষে, এ স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবি দান করুন।

তত্ত্বাবধায়ক

রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

দাখিল স্মৃতি স্মারক ২০২০

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর দরবারে, দরুদ ও সালাম সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবার সঙ্গী-সাথী ও সকল উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি। মহান রবের ফযলে রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার দাখিল পরীক্ষার্থী ২০২০ এর উদ্যোগে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে বিদায়ী স্মৃতি স্মারক। অসংখ্য প্রতিকূলতার মাঝে এই স্মরণিকাটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আজ পুলকিত। মাদরাসা জীবনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস, দু:খ-কষ্টের স্মৃতিগুলোকে অনন্তকাল ধরে রাখতেই ছোট্ট এই প্রয়াস। এই স্মরণিকাটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যার অনুপ্রেরণা আমাদের পাথেয় ছিল , তিনি হচ্ছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধাবাজন, রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক হযরত মাওলানা অলি আহমদ। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হায়াতে বরকত দান করুক।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের নবীন শিক্ষক, যার আন্তরিক প্রচেষ্টা, নির্দেশনা, এবং মূল্যবান সময় ব্যায় না হলে আজকের এই স্মরণিকাটি প্রাকশ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল, তিনি হচ্ছেন আমাদের সাইফুল হুজুর। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রিয় উস্তাযের হায়াতে ও ইলমে বরকত দান করুক এবং তাঁর থেকে আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুক।

স্মরণিকাটি পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে আরো যাদের পরামর্শ ও নির্দেশনা আমাদের কাজকে আরো সহজ করেছে তারা হলেন শ্রদ্বেয় এনাম স্যার, আতিক হুজুর, রোজী ম্যাম, মাহতাব স্যার সহ অন্যান্য আসাতাযায়ে কেরাম। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তাদের যারা লেখা দিয়ে, প্রুফ দেখে, বর্ণবিন্যাস করে ও মানসিকভাবে আমাকে সাপোর্ট দিয়েছেন। ফাহিম হোসেন, তারেক, পাহমিদা, ফাহিমা, লাকী, অপি, শারমিন সহ আমার সকল সহপাঠিদের নিরলস সাহায্য কখনো ভুলার মত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সবাইকে দ্বীনের প্রকৃত হাদী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরসূরী বানিয়ে দেন।

সর্বোপরি, মানুষ মাত্রই ভুলের উর্দ্ধে নয়। স্বল্প সময়ে স্মরণিকাটি আপনার হাতে তুলে দিতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে । তাই ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ রইল।পরিশেষে আল্লাহর দরবারে বিনীত নিবেদন, তিনি যেন এই স্মরণিকার মাধ্যমে আমদের বন্ধুত্বের বন্ধন চিরকাল অটুট রাখেন । আর শিক্ষকদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা যেন চিরকাল বহমান থাকে।

বিনীত

মুহাম্মদ শামসুল আরেফিন জিসান

সম্পাদক

সূচীপত্র

মাদরাসা পরিচিতি----------৬
শিক্ষার্থী পরিচিতি----------৯
শিক্ষক পরিচিতি----------১২
আমার প্রিয় বন্ধুরা----------১৩
বন্ধুত্বের বন্ধন----------১৪
হারানো দিনের গল্প----------১৫
আমার হোস্টেল জীবন----------১৬
মাদরাসার স্মরণীয় দিনগুলো----------১৭
মাদরাসার স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলো----------১৮
আই মিস ইউ মাদরাসা----------২০
একটি রঙিন স্বপ্নের গল্প----------২০
স্মৃতির আয়নায় মাদরাসা জীবন----------২২
স্মৃতি অম্লান----------২৩
স্মৃতির ভগ্নাংশ----------২৩
এ জার্নি টু মাদরাসা----------২৪
মাই লাইফ মাই মাদরাসা----------২৫
স্মরণিকা: একটি বিদায়ের অধ্যায়----------২৬
একরাশ স্মৃতি----------২৭
ব্যাচ টুয়েন্টি----------২৮
জ্ঞানার্জনের পিপাসা----------২৯
কবিতাগুচ্ছ----------৩০
আলোকচিত্র----------৩৬

রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

ইলাশপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।
মোবাইল: ০১৮১৮৩০৬২৯৪, madrasharid@gmail.com

অবস্থান:

কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলাধীন আমড়াতলী ইউনিয়নস্থ রঘুরামপুর গ্রামে প্রায় একশ ছয় শতক জমির উপর নৈসর্গিক মনোরম পরিবেশে মাদরাসাটির অনস্থান।

স্তরভিত্তিক প্রতিষ্ঠাকাল:

ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) :০১ জানুয়ারি ১৯৫৭
দাখিল (মাধ্যমিক) :০১ জানুয়ারি ১৯৮৪

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য: আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে আউলিয়ায়ে কোরামের অনুসৃত পথে কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহভীরু, সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক জনশক্তি গড়ে তোলাই রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার লক্ষ্য।

মাদরাসার বৈশিষ্ট্য:

- ইসলামি শিক্ষার সাথে যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়।
- সুন্নাতে নববীর অনুসরণ।
- সাপ্তাহিক আলোচনা সভা, সাধারণ জ্ঞান ও রচনা প্রতিযোগিতা ও দেয়ালিকা প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিভার বিকাশ সাধন।
- মডেল ও সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ।
- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা।
- মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা।
- আরবি ও ইংরেজি ভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ।
- ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা।
- পরিকল্পিত ও যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা।

পাঠ্যক্রম:

মাদরাসার পাঠ্যক্রমে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত সিলেবাস অনুসরণ করা হয়। নার্সারি থেকে ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পাঠদান। আরবি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দাখিল ৬ষ্ঠ থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত আরবি ও ইংরেজি বিষয়ের বিশেষ কোর্সের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষ করে তোলা হয়; এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের দক্ষতার মূল্যায়ন করা হয়। বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াত শিক্ষার জন্য তা'লিমুল কোরআন বিভাগের অধীনে নূরানি পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

সহ-পাঠ্যক্রমঃ

একাডেমিক কার্যক্রমের পাশপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশের জন্য রয়েছে বহুমুখী কার্যক্রম। যেমন-

- সাপ্তাহিক আলোচনা সভা
- আরবি ব্যাকরণ প্রতিযোগিতা
- ইংরেজি গ্রামার প্রতিযোগিতা
- বাংলা ব্যাকরণ প্রতিযোগিতা
- সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা
- মাসয়ালা-মাসায়েল কুইজ প্রতিযোগিতা
- চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা
- বিশেষ দোয়ার অনুষ্ঠান
- বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলা।
- বার্ষিক শিক্ষা সফর।

প্রকাশনা বিভাগঃ

লেখালেখির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে এ মাদরাসার রয়েছে একটি শক্তিশালী প্রকাশনা বিভাগ। এর অধীনে নিয়মিত প্রাকশিত হচ্ছে-

- ✓ বার্ষিক কার্যক্রম
- ✓ একাডেমিক ক্যালেন্ডার (প্রস্তাবিত)
- ✓ দেয়ালিকা
- ✓ স্মৃতি স্মারক
- ✓ শিক্ষা সফর স্মারক(প্রস্তাবিত)

ভর্তি প্রক্রিয়াঃ

মাদরাসার সকল জামাতে (শিশু শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত) ভর্তির জন্য ০১ ডিসেম্বর থেকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয় এবং পহেলা জানুয়ারি থেকে নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতিঃ

সকল শ্রেণিতে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বছরে দুটি সেমিস্টার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিটি সেমিস্টারের মাঝে একটি করে মডেল টেস্ট নেয়া হয়। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে পরীক্ষার নম্বরপত্র অভিভাককে দেখানোর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে দেয়া হয়। এবং পরীক্ষার ফলাফল দেখে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ তা ফেরত নেয়া হয়।

ফলাফল:

অত্র প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্ন থেকেই এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। নিম্নে কয়েক বছরের ফলাফলের বিবরণ প্রদান করা হল-

পরীক্ষার নাম	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	পাশের হার
২০১৫ সাল			
ইবতেদায়ী সমাপনী	১০	১০	১০০%
জেডিসি	২৯	২৯	১০০%
দাখিল	১১	১১	১০০%
২০১৬ সাল			
ইবতেদায়ী সমাপনী	০৮	০৮	১০০%
জেডিসি	৩৫	৩৫	১০০%
দাখিল	২৩	১৯	৮২.৬১%
২০১৭ সাল			
ইবতেদায়ী সমাপনী	১০	১০	১০০%
জেডিসি	৪৪	৪২	৯৫.৪৫%
দাখিল	২৫	২৪	৫৬.০০%
২০১৮ সাল			
ইবতেদায়ী সমাপনী	১৬	১৬	১০০%
জেডিসি	৪৫	৩৯	৮৬.৬৬%
দাখিল	২৫	২২	৮৮.০০%
২০১৯ সাল			
ইবতেদায়ী সমাপনী	১২	১২	১০০%
জেডিসি	৩২	৩২	১০০%
দাখিল	২৪	২২	৯১.৬৭%

শিক্ষক-কর্মচারী: ২৫ জন

ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা: প্রায় ৩৫০ জন

একাডেমিক ভবন: আধুনিক মানসম্মত একটি দ্বিতল ভবনসহ মোট দুটি একাডেমিক ভবন।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক: মাওলানা অলি আহমদ

এম.এম (১ম শ্রেণি), মোবাইল: ০১৮১৮৩০৬২৯৪

বর্তমান সভাপতি: জনাব কাজী মোজাম্মেল হক, মাননীয় চেয়ানম্যান, ৪ নং আমড়াতলী ইউনিয়ন, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।

আবাসন প্রক্রিয়া:

ছাত্রদের নিবির পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার রয়েছে একটি আবাসন ব্যবস্থা। একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এই আবাসন পক্রিয়া।

গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুযোগঃ

অসচ্ছল কিন্তু মেধাবী এমন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুযোগ রয়েছে। উপবৃত্তি দেয়ার মাধ্যমে মেধাবী গরীব শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহযোগিতা করা হয়।

গ্রন্থাগারঃ

অত্র মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের জ্ঞান বিকাশের জন্য রয়েছে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। মূল্যবান পুস্তক ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ প্রায় ২০ টি বিষয়ের উপর প্রায় ১২০০ এর অধিক পুস্তক রয়েছে এই গ্রন্থাগারে।

অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাবঃ

বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আইসিটি নির্ভর শিক্ষা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে প্রায় ২০ টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ একটি অত্যাধুনিক ল্যাবের অনুমোদন পেয়েছে রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা।

তাছাড়া অত্র মাদরাসার রয়েছে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস ব্যবস্থাপনা।

শিক্ষার্থী পরিচিতি

 নাম: শামসুল আরেফিন জিসান ক্লাস রোল: ০১ পিতার নাম: জসিম উদ্দীন মাতার নাম: জোহরা বেগম স্থায়ী ঠিকানা: রসুলপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা *মনের কথা:* সর্বদাই থেকো তুমি সৎ মানুষের দলে, মিথ্যাকে দিও তুমি তোমার থেকে ঠেলে।	নাম: আপসানা আপি ক্লাস রোল: ০২ স্থায়ী ঠিকানা: ইলাশপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা *মনের কথা:* নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানো।
নাম: হাফসা নূর ডলি ক্লাস রোল: ০৩ পিতা: আনোয়ার হোসেন মাতা: সাজেদা বেগম স্থায়ী ঠিকানা: করুণাপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা। *মনের কথা:* সবুজ শ্যামল শস্যে ঘেরা, বন্ধুরা আমার সবার সেরা।	নাম: শারমিন আক্তার ক্লাস রোল: ০৪ পিতার নাম: আবু ইউসুফ মাতা: জাহানারা বেগম স্থায়ী ঠিকানা: ইলাশপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা *মনের কথা:* নিজের পায়ে দাড়ানো

নাম: যোবায়ের ইসলাম (তারেক)
ক্লাস রোল: ০৫
পিতার নাম: মো. সাদেক
মাতা: হাসনেয়ারা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা: রঘুরামপুর,আদর্শ, সদর, কুমিল্লা
মনের কথা: সর্বদা নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখ, দেখবে তুমি একদিন সফল হবেই

নাম: ফাহিমা আক্তার
ক্লাস রোল: ০৭
পিতার নাম: হাজী মো. আবুল হোসেন
মাতা: সালেহা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা: রঘুরামপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।
মনের কথা: মনে রেখো আমায়

নাম: লাকী আক্তার
ক্লাস রোল: ০৮
পিতার নাম: রিপন
মাতা: সাজেদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা: করুণাপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা
মনের কথা: স্মৃতির পাতায় লেখা থাকবে তোদের নাম, মাই ফ্রেন্ডস্।

নাম: গোলাম কিবরিয়া (রিয়াম)
ক্লাস রোল: ০৯
পিতা: আমিনুল ইসলাম
মাতা: শেফালি আক্তার
স্থায়ী ঠিকানা: রঘুরামপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।
মনের কথা: জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া হল বন্ধুদের ভালোবাসা।

নাম: ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি
ক্লাস রোল: ১০
পিতার নাম: রাসেল
মাতার নাম: মাজেদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা: করুণাপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা
মনের কথা: বন্ধু, কখোনো ভুল না আমায়।

নাম: আমির হামযা (সাকিব)
ক্লাস রোল: ১১
পিতার নাম: আব্দুল মান্নান
মাতা: তাসলিমা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা: ইলাশপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা
মনের কথা: বন্ধু তোদের ভালোবাসি।

নাম: ফাহিম হোসেন
ক্লাস রোল: ১২
পিতার নাম: আব্দুল কাদের
মাতা: খোরশেদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা: রঘুরামপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা
মনের কথা: হতাশাকে পাশ কাটিয়ে ধৈর্য্য তুমি ধর, পরাজয়কে দেব মুছে উচ্চ কণ্ঠে বল।

নাম: সাদিয়া আক্তার
ক্লাস রোল: ১৩
পিতার নাম: বাবুল মিয়া
মাতা: মাকসুদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা: মির্জা নগর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা
মনের কথা: তোরা ছিলি, তোরা আছিস; আর তোরাই থাকবি, বন্ধু।

নাম: পপি আক্তার
ক্লাস রোল: ১৪
পিতার নাম: হাসান
মাতার নাম: শিউলি আক্তার
স্থায়ী ঠিকানা: গাবতলী, আদর্শ সদর, কুমিল্লা

নাম: আব্দুল কাইয়্যুম (শিহাব)
ক্লাস রোল: ১৫
পিতা: মো. শাহ আলম
মাতা: মাজেদা বেগম

মনের কথা: বন্ধু তোদের স্মৃতিগুলো ভুলার মত নয়।	 স্থায়ী ঠিকানা: মণিপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা *মনের কথা:* জীবনে সবকিছু ভুলতে পারলেও বন্ধুদের ভুলতে পারব না।
নাম: সাদিয়া নূর আঁখি ক্লাস রোল: ১৬ পিতা:মো. আক্তার হোসেন মাতা: সাহিদা আক্তার স্থায়ী ঠিকানা: তৈলকুপি, আদর্শ সদর, কুমিল্লা *মনের কথা:* রাসূলের কান্না, রাসূলের হাঁসি; রাসূলকে আমি ভালোবাসি।	নাম: শারমিন আক্তার ক্লাস রোল: ১৭ পিতার নাম: রফিজুল ইসলাম মাতা: সাহেনা আক্তার স্থায়ী ঠিকানা: তৈলকুপি, আদর্শ সদর, কুমিল্লা *মনের কথা:* ছাত্রজীবনের এই পাঁচটি বছর কখনো ভুলতে পারব না।
নাম: কুলসুম আক্তার ক্লাস রোল: ১৮ পিতার নাম: এরশাদ মিয়া মাতার নাম: লুৎফুর নেছা স্থায়ী ঠিকানা: করুণাপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা *মনের কথা:* নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যাও, পিছনে ফেরার সময় নাই।	নাম: শান্তা ক্লাস রোল: ১৯ পিতার নাম: মোস্তাফা মাতার নাম: কোহিনূর স্থায়ী ঠিকানা: তৈলকুপি, আদর্শ সদর, কুমিল্লা *মনের কথা:* মায়ের কান্না, মায়ের হাসি; মাকে আমি ভালোবাসি।
 নাম: সৈকত হোসাইন ক্লাস রোল: ২০ পিতা: মাতা: জেসমিন আক্তার স্থায়ী ঠিকানা: তৈলকুপি, আদর্শ সদর, কুমিল্লা। *মনের কথা:* জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে অনেক বাঁধা আসবেই।	নাম: তন্নি ক্লাস রোল: ২১ পিতার নাম: দেলোয়ার হোসেন মাতা: পারভীন বেগম স্থায়ী ঠিকানা: তৈলকুপি, আদর্শ সদর, কুমিল্লা *মনের কথা:* নিজের পায়ে দাড়ানো
নাম: তাহমিনা আক্তার ক্লাস রোল: ২২ মাতার নাম: নাজমা বেগম স্থায়ী ঠিকানা: তৈলকুপি, আদর্শ সদর, কুমিল্লা *মনের কথা:* নিজের পায়ে দাড়াও, অন্যের বোঝা হয়ে নয়।	নাম: কেয়া আক্তার ক্লাস রোল: ২৩ পিতার নাম: মালেক মিয়া মাতার নাম: জোহরা বেগম স্থায়ী ঠিকানা: করুণাপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা *মনের কথা:* সবুজ শ্যামল স্বপ্নে ঘেরা, শিক্ষক আমার সবার সেরা।
নাম: তাসলিমা আক্তার ক্লাস রোল: ২৫ পিতার নাম: বাদল মিয়া	

মাতার নাম: ময়না আক্তার স্থায়ী ঠিকানা: করুণাপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা *মনের কথা:* পারব না আমি তোদের ভুলতে হে প্রিয় বান্ধবী।

শিক্ষক পরিচিতি

নাম: মুহা. অলি আহমদ পদবী: তত্ত্বধায়ক মোবইল: ০১৮১৮৩০৬২৯৪	নাম: মুহা. সিরাজুল ইসলাম পদবী: সহ-তত্ত্বধায়ক মোবইল:০১৭২১১৮১০৬১
নাম: মুহা. সাইফুল ইসলাম পদবী: সহকারি মৌলভী মোবইল:০১৯১৫৯৫৬০০৯	নাম: মুহা. আবু তাহের পদবী: সহকারি মৌলভী মোবইল:০১৯১৯৪৭৩৯৩৯
নাম: মুহা. এনামুল হক পদবী: সহকারি শিক্ষক মোবইল:০১৯১৪৫৩২১৭১	নাম: মুহা. আব্দুর রাজ্জাক পদবী: সহকারি মৌলভী মোবইল:০১৭২৭৩৮৫৬৭৫
নাম: মোস্তফা কামাল সোহেলী পদবী: সহকারি শিক্ষক মোবইল:০১৮২০৫০৪১০০	নাম: মোসাম্মৎ রোজী আক্তার পদবী: সহকারি শিক্ষক মোবইল:০১৮২৮৬৯৩২২০
নাম: মুহা. আবুল কালাম আজাদ পদবী: সহকারি শিক্ষক মোবইল:০১৭১২৫৮১৬৪১	নাম: মুহা. মাহতাব উদ্দীন পদবী: সহকারি শিক্ষক মোবইল:০১৮১৭০৬২৫৪০
নাম: মুহা. আতিকুল ইসলাম পদবী: সহকারি মৌলভী মোবইল:০১৮৫৫৮০১৬৮২	নাম: মুহা. মোখলেসুর রহমান পদবী: ইবতেদায়ী প্রধান মোবইল: ০১৭১৪৭৭৮০৯৩
নাম: মুহা. তাজুল ইসলাম পদবী: জুনিয়র মৌলভী মোবইল:০১৭১৫৬১২৪১১	নাম: মোসাম্মৎ রাবেয়া আক্তার পদবী: জুনিয়র শিক্ষক মোবইল:০১৯২৪১২১৮৯১
নাম: নাইমুল ইসলাম পদবী: ক্বারী মোবইল:০১৯১৫৮০৬৭১০	নাম: জাকির হোছাইন পদবী: জুনিয়র শিক্ষক মোবইল:০১৮৪৯৯০৫৭৯৩
নাম: আরজুরয়ারা আক্তার পদবী: জুনিয়র শিক্ষক মোবইল:০১৮৬৬০৭৮৩৬৪	নাম: সেলিনা আক্তার পদবী: জুনিয়র শিক্ষক মোবইল:০১৭৩১৪২৪০৫৪
নাম: ফাতেমা আক্তার পদবী: জুনিয়র শিক্ষক	নাম: তাসনিয়া আক্তার পদবী: জুনিয়র শিক্ষক

মোবইল:০১৭৪৩৮৯৬৫৭০	মোবইল:০১৭৬৭৮৫২৪৯৯
নাম: ফারজানা আক্তার পদবী: জুনিয়র শিক্ষক মোবইল:০১৩০৯৭৫৪৮৭১	নাম: তানজিনা আক্তার মুক্তা পদবী: জুনিয়র শিক্ষক মোবইল:০১৩০৮৭৩১৭২৬

স্মৃতিচারণ

আমার প্রিয় বন্ধুরা

ফাহিম হোসেন

কেমন করে যেন চলে গেল সেই মাদরাসা জীবনের পাঁচটি বছর। আমার প্রাণের বন্ধুদের সাথে কাটানো সেই পাঁচটি বছর আর কখনো ফিরে আসবে না। যেমন ছিল প্রাণের চেয়ে প্রিয় বন্ধু তেমন ছিল আমার আদর্শবান শিক্ষকগণ। সেই আদর্শবান শিক্ষকগণ আমাদেরকে যেমন শাসন করতেন তেমনি ভালোবাসতেন। আর সেই আনন্দ বেদনা ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রই হলো রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা। অসংখ্য জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছে , অসংখ্য দেশ প্রেমিক নাগরিক গড়ার কারিগর এই মাদরাসা।
সেই মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার পর সাক্ষাৎ পেলাম আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুদের। যখন মাদরাসা ছুটি দিত তখন আমার প্রাণের বন্ধুদের ছেড়ে বাড়ি যেতেও মন চাইত না; কিন্তু সেই প্রাণের বন্ধুদের ছেড়ে চলে যেতে হবে। যখন আমার সেই দিনটির কথা মনে হয় তখন আমার দুচোখ জলে সিক্ত হয়। মনকে তখন বুঝাতে চাই কিন্তু মনতো আর বুঝতে চায় না। এই পাঁচ বছরে গড়ে ওঠা আমার প্রাণের বন্ধুদের আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি।
আজ তাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। জীবনকে অনেক কিছুই ভুলে থাকা যায় কিন্তু বন্ধুদের ভুলা যায় না। আমাদের ছয়জন বন্ধুর মাঝে কখনো কোন ঝগড় হয় নি। সবসময় একে অপরের মাঝে সখ্যতা বিরাজমান ছিল। বন্ধু মানে ভালোবাসা, যে প্রকৃত বন্ধু সে বুঝে বন্ধুত্বের মানে কী। তোদেরকে কখনো ভুলব না। মনে রবে তোদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণে; ভালো থাকিস তোরা।
আই মিস ইউ অল মাই ফ্রেন্ডস॥

বন্ধুত্বের বন্ধন

ফাহিমা আক্তার

বান্ধবীরা হচ্ছে আমাদের জীবনের অনেক বড় একটি অংশ। শিশুকালের খেলার সাথী থেকে শুরু করে পরবর্তীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বত্রই জড়িয়ে আছে আমাদের বান্ধবীরা। কথা বলা যাক বন্ধুত্বের ছোট বেলা বড়বেলা নিয়ে।

বন্ধুত্বের শুরু

শিশুকালে বন্ধুত্বের শুরু হতো খুবই সহজে। একসাথে ক্লাসে বসা, এক সাথে খেলা অথবা টিফিন ভাগাভাগি দিয়ে শুরু হয় বন্ধুত্ব। অপরদিকে বড়কালের সম্পর্ক গুলো শুরু হয় একটু প্রয়োজনের খাতিরে। মাদরাসার জীবনে একই গ্রুফের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথেই বড়বেলার বন্ধুত্ব সহজেই গড়ে ওঠে।

ঝগড়া-ঝাঁটি

ছোটবেলায় বন্ধুত্বের মধ্যে ঝগড়া হতো ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে। যেমন: কে কোন বেঞ্চে বসবে, বিশেষ করে খেলার সময় ঝগড়া লেগেই থাকত। বড়কালের বন্ধুত্বে মনোমালিন্য হয় একটু গুরুতর বিষয় নিয়ে। হয়তো টাকা পয়সার দেনা-পাওনা নিয়ে ঝগড়া হতে পারে কিংবা এক বান্ধবীর ছোট কোন একটি কথায় অপর বান্ধবী আহত হতে পারে।

সম্পর্কটা কেমন

শিশুকালের বন্ধুত্বগুলো কিছুটা সরল ছিলো- টুকটাক দুষ্টুমি, মারামারি আবার পরমুহুর্তেই গলায় গলায় ভাব হয়ে যাওয়া। অন্যদিকে বড়বেলায় বন্ধুত্বে একটু ভদ্রতার সম্পর্ক থাকে। খুব বেশি ঘনিষ্ট বন্ধু না হলে বড়বেলার বন্ধুত্বের মাঝে ছোটবেলার বন্ধুত্বের মত সেই সম্পর্ক হয় না।

বন্ধুত্বের অন্তর্দাহ

বলা হয় থাকে মানব প্রেম বড়ই বিচিত্রময়। ক্রোধ, ভালোবাসা, আনন্দ কিংবা হিংসা এমন অনেক আবেগের মিশ্রন মানুষের এই মন। হয়তো কাছের বান্ধবীটির জন্য আপনি সর্বদা এগিয়ে আসেন, তার বিপদ-আপদে আপনিই তার কাছের একজন। দেখা যায়, বন্ধত্বের পাঁচটি বছরের । কিন্তু হিংসা বোধটা সঙ্গেই রয়েছে। শুধু পারিবারিক অবস্থানের কারণে, আবার অনেক ক্ষেত্রে আপনি হয়তো তাকে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মনে করেছেন; কিন্তু সে হয়তো আপনাকে সে চোখে দেখছেনা- রয়েছে এমন হাজার রকমের ব্যাপার। যখন বোঝতে পারবেন আপনার এত দিনের প্রিয় বান্ধবীটিই আপনার বিপক্ষে অবস্থান করেছে তখন খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। হয়তো মুখ ফুটে সরাসরি কিছু বলতে পারছে না; কিন্তু ভিতরে ঠিকই একাদিক কষ্ট বোধ করছে। মনে রাখ, আমাদের চলার পথটা যেমন দীর্ঘ তেমনি আমাদের পরিচয় হবে হজারো মানুষের সাথে । সেখান থেকেই চিনে নিন আপনার প্রকৃত বান্ধবীকে। একজন বান্ধবীর এমন পরিবর্তন মেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আপনার বান্ধবীটিই আসলেই আপনার প্রকৃত বন্ধুতো?

বন্ধুত্বের সকাল-বিকাল

বড়বেলার বন্ধুত্বগুলো সাধারণত বেশিদিন টিকে। আমাদের কত ছোটবেলা বান্ধবীরা সময়ো স্রোতে হারিয়ে যায়। কিন্তু বড়বেলার সম্পর্কগুলো টিকে যায় বছরের পর বছর। দেখা যাবে কর্মজীবন থেকে দুই বান্ধবী একত্রে অবসর নেবে। প্রতিদিন বিকেলে একত্রে হাঁটতে যাবে পার্কে। পার্কের বেঞ্চে বসে দুজন একসাথে করবে স্মৃতিচারণ এবং বান্ধবীর বন্দনা।
ছোটবেলা দিনগুলি মিস করে যাব সব সময়। সেই দিন গুলি আর কখনো ফিরে আসবে না। কারণ সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। ছোটবেলা এবং বড়বেলার স্মরণীয় দিনগুলো স্মৃতিপটে ভাসে। দেখতে দেখতে চলে গেল মাদরাসার সেই পাঁচটি বছর। আর কখনো ফিরে আসবে না ক্লাসের সেই দিনগুলো। হাসাহাসি এবং বান্ধবীরা মিলে সেই আড্ডা মিস করব। চিরস্মরণীয় থাকবে সেই দিনগুলি।"তোরা ছিলি, তোরা আছিস; জানি তোরাই থাকবি"

হারানো দিনের গল্প

হাফসা নূর ডলি

জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া অনেক মূল্যবান জিনিস হয়তো ফিরে যাওয়া যাবে; কিন্তু ফিরে পাওয়া যাবে না সেই স্মৃতিময় হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো। আমরা চলে যাব একথা ভাবতেই মনে পড়ে যায় মাদরাসার অসংখ্য স্মৃতি। আজ সেই স্মৃতিগুলো হৃদয়ে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। মিস করছি সেই দিনগুলোকে, যখন সবাই একসাথে পুরো একটি পরিবারের মতো মিলে মিশে থাকতাম। মিস করি আমার সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণকে যারা আমাদের আলোর পথ দেখিয়েছেন।

আজ মিস করছি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সুপার হুজুরকে যার প্রতিটি কথা ছিল আমাদের জীবনের চলার পাথেয়। মিস করছি আমাদের আরেক সিপাহসালার সহ-সুপার হুজুরের মধু মাখা মুখের হাসি। বিএসসি স্যারের সেই গণিত ঘন্টাকে আজ প্রচন্ডভাবে মিস করি। রোজি ম্যাডামের মায়ের মত শাসন, স্নেহ, ভালোবাসার কথা আর নাই বা বললাম। যে কথা না বললে অপূর্ণ থেকে যায় আর তা হল- সাইফুল হুজুরের সেই উপদেশ মূলক উক্তি আর আতিক হুজুরের চোখ রাঙানো সত্যি আজ ভীষণভাবে মিস করছি।

মিস করব মাদরাসার সেই সাদা কালো ড্রেস আর বন্ধুদের সাথে কাটানো সেই সময়গুলোকে। যেই বন্ধুরা সবসময় একে অপরের পাশে ছিল। হাজারো চেষ্টা করেও আর ফিরে পাব না সেই মুহুর্তগুলো। দেখতে পাব না ক্লাসে সাদিয়ার সেই জোড়া হাসিটা, শুনতে পাব না শারমিন, অপি, তন্নি, আঁখিদের কণ্ঠে গাওয়া গান। পাহিন, বৃষ্টি, আর লাকীদের সাথে কাটানো বেস্ট টাইমগুলে হয়তো আর কোনদিন ফিরে পাব না।

ফিরে পাব না ক্লাসের সবাই মিলে একসাথে বসে গান, গজল, আর গল্পের আসর বসাতে। ফিরে পাব না বন্ধুদের সাথে করা সেই ঝগড়ার মুহুর্তগুলো। ঝগড়া করার পর একটা কমন কথা মুখে থাকত যে ছুটির পর দাড়াইস, তোর খবর আছে। কিন্তু খবর নেয়ার আর প্রয়োজন হতো না কারণ তার আগেই আবার আমাদের মধ্যে সখ্যতা ফিরে আসতো। একজনের টিফিনে আরেকজনের ভাগ বসানো ছিল আমাদের মধ্যে কমন বিষয়। আজ সেই মুহুর্তগুলো ভীষণভাবে মিস করছি।

বৃষ্টির দিনে কী পড়া ভালো লাগে! তাইতো হুজুরদের নিয়ে গজলের আসর বসাতাম। কখনো আমরা গজল গাইতাম আবার কখনো হুজুর আর স্যারদের থেকেও মায়াবী কণ্ঠে গজল আর দেশাত্ববোধক সঙ্গীত শুনতাম। সবকিছুই আজ স্মৃতির আয়নায় ভেসে বেড়াচ্ছে। হয়তো নতুন কোন মাদরাসায় নতুন শিক্ষক ও নতুন নতুন অনেক বন্ধু আসবে কিন্তু কোন দিনও আমার এই প্রিয় রঘুরামপুর মাদরাসার শিক্ষকদের মত ভালো শিক্ষক আর পাবো না। এখানকার বন্ধুদের মত বেস্ট বন্ধু হয়তো আর মিলবে না। মন চায় সবাই মিলে আবার ফিরে যাই ঐ ক্লাসটাতে যেখানে পড়ে আছে হাজারো স্মৃতি; কিন্তু তা আর হবার নয় জানি।

মাদরাসা জীবনটা কেন হায়রে শেষ হয়ে যায়!
মাদরাসা জীবনের মত মজা আর তো কোথাও নাই।
আমার সেই দিনের স্মৃতিগুলো নয়রে ভুলার নয়,
সে দিনটাকে ফিরে পেতে ভীষণ ইচ্ছে হয়।

আমার হোস্টেল জীবন

আব্দুল কাইয়্যুম শিহাব

চোখের পলকেই যেন কেটে গেল আমার মাদরাসার হোস্টেল জীবন। সেই মাদরাসার হোস্টেলের দিনগুলো ছিল অত্যন্ত আনন্দময়। আমি যখন দশম শ্রেণিতে পড়ি তখনই আমার হোস্টেল জীবন শুরু হয়। হোস্টেলে ওঠার পর পরই যেন আমার জীবনটা বদলে গেছে। জীবনে কখনো ভাবতে পারিনি যে হোস্টেলে ওঠার পরে জীবনটা এত বদলে যাবে। কারণ হোস্টেলে ওঠার পর আগে জীবনটা ছিল এলোমেলো আর হোস্টেলে ওঠার পর জীবনটাকে গুছাতে শুরু করলাম।

হোস্টেল জীবনের অনেকগুলো ভালো দিকের মধ্যে অন্যতম হল গুছানো পড়া লেখা এবং একগুচ্ছ প্রাণপ্রিয় বন্ধু। হোস্টেলে না থাকলে বুঝতেই পারতাম না যে বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো কী মজা! বন্ধুদের সাথে এক সাথে বসে খাবার খাওয়া, পড়া লেখায় একে অপরকে সহযোগিতা করা । এছাড়াও ছিল একজন আদর্শবান শিক্ষক যিনি আমাদেরকে সবসময় চোখে চোখে রাখতেন। যার কথা আমি সবসময় মেনে চলার চেষ্টা করতাম।

ঐ দিনটাই মন খারাপ থাকত যে দিন হোস্টেলে একজন বন্ধুও না থাকত। খালি পরে থাকত ঐ বন্ধুর চেয়ার ও টেবিলটা। ঐ দিনই মনটা ভালো থাকত যে দিন আমি ও আমার ছয় বন্ধু মিলে এক সাথে লেখা পড়া করতাম। এক বন্ধু পড়াটা না বুঝলে বলত দুস্ত পড়াটা বুঝিয়ে দেয়। ঐ দিনটাকে মিস করব অনেক। যদি ফিরে পেতাম ঐ হোস্টেল জীবন আরেকবার। আহ! কতইনা মধুর ছিল ঐ হোস্টেল জীবন।

মাদরাসার স্মরণীয় দিনগুলো

লাকী আক্তার

এ কয়েক দিন ধরে নয়, দীর্ঘ পাঁচটি বছর ধরে মাদরাসায় লেখা পড়া করছি। তাই আমাদের জীবনে লেখাপড়ার দিনগুলো অনেক আনন্দের মাধ্যমে ভরে ওঠে। মাদরসায় লেখাপড়া করে আমি অনেক আনন্দ উৎসাহ বহন করেছি। সেই দিনগুলো আমার অন্তরে স্মরণীয় থাকবে। মাদরাসায় যখন প্রথম ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হই তখন তেমন কোন আনন্দ উৎসাহ করতাম না। পরে ধীরে ধীরে উপরের ক্লাসে উঠে মাদরাসার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। মাদরাসায় লেখা পড়ার পাশাপাশি আমরা সবাই মিলে আনন্দ উৎসাহ ও অনেক মজা করতাম ও ক্লাসের সবাই মিলে কোন কিছু খাওয়া এক সাথে বসা সেই সবই আজ শুধুই স্মৃতি; ফিরে আসবে না আর কখনো। স্মরণী হয়ে থাকবে সেই দিনগুলো... সেই দিনগুলোকে অনেক মিস করব।

আমাদের মাদরাসা লাইফ এ লেখা পড়ার জীবনটাই আলাদা; অদ্ভুদ এক অনুভূতি। মাদরাসা জীবন মানে স্পেশাল কিছু কথা। আমাদের পরিবারের বাইরে আরেকটা পরিবার। সেখানে সব বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকা, লেখা পড়া আর আনন্দ উল্লাস একসাথে গাঁথা। স্মরণীয় হয়ে থাকবে সেই টিফিনের সময় টিফিন ভাগাভাগি করে খাওয়া, তারপর সবাই মিলে একসাথে গল্প করা, বোঁচি খেলা, গোল্লাছুট, কানামাছি ইত্যাদি খেলাধুলা করা। ক্লাসের ফাঁকে দুষ্টুমি আর আড্ডা, কখনো হাসি আবার কখনো কান্না সেই দিনগুলো আমার একান্ত বন্ধনীয়।

সেই স্মৃতিময় দিনগুলো চলে গেল কিন্তু তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তবে সত্যি এই দিনগুলো আর কখনো ফিরে পাব না। খুব খুব মিস করব সেই দিনগুলো।

কবিতার ভাষায় বলি যদি....

ফেলে আসা সেই দিনগুলো আজও মনে পড়ে
এতদিন যা করিছি পাঁচ বছর ধরে
মনে পড়ে সেই সব দাঙা মারামারি
সবাই মিলে একত্র হয়ে টিফিন কাড়াকাড়ি
মনে পড়ে যায় সেই এক ঘেয়ে ড্রেস
বন্ধুত্বের সাথে সাথে নাম্বারের রেস
সেই সময় পড়াশুনাতে বসতো নাকো মন
সেই কথা মনে পড়লে হয় হৃদয়ে রক্তক্ষরণ
শেষ হয়ে গেছে আজ সেই দিন ক্ষণ
সে আমার বড় প্রিয় মাদরাসা জীবন।

স্মৃতিমধুর দিনগুলোর কথা মনে পড়লে মনে হয় আর একটা বার আমি যেতে চাই আমার হারানো সেই মাদরাসায় কাটানো পুরোনো দিন গুলোতে। আমার আমিকে ফিরে পেতে চাই সবুজ গায়ের ঐ পথ চলায়। সেই হারানো দিনগুলো আজ ভাবনায় ভাসে এলোমেলো। আজ মনে পড়ে ঐ কত হৈচৈ, গোল্লাছুট আর লুকোচুরি খেলা। মিশে গেছে আজ সবি স্মৃতির পাতায়

এবং হাসি খুশি ভরা সেই খেলার মেলায় আমার সাথীদের ফিরে পেতে মন চায়, দল বেঁধে চলিতে পুরোনো সে পাঠশালায়। আই মিস ইউ মাই মাদরাসা লাইফ

মাদরাসার স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলো

পাহমিদা আক্তার বৃষ্টি

আমি আজ বা কালের কথা বলছিনা, প্রায় দীর্ঘ পাঁচটি বছরের আগের কথা বলছি। তখন আমরা সবাই মাত্র ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া লেখা করি। একে অপরের মাঝে বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট হচ্ছিল। আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না জানতাম না; তেমন কারো সাথে মেলামেশা করতাম না । আমি ভাবতাম প্রাথমিক শিক্ষার সহপাঠিরাই হয়তো আমার প্রিয় বান্ধবী, তাদেরকে ছাড়া কিভাবে ক্লাস করা যায়? ক্লাস করাটা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু না, এখানে এসে যা শিখলাম, যা দেখলাম তা হলো ৬ষ্ঠ থেকে সহপাঠিরাই হলো আমার প্রকৃত বান্ধবী। বিশেষ করে মাদরাসার আঙ্গিনায় মেতে উঠা ঝালমুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করা, চটপটি আর ফুচকা নিয়ে হই হুল্লোর করে খাওয়া, সবাই মিলে সঙ্গীত গাওয়া, বছরের শুরুতে শিক্ষা সফরে যাওয়া আর আনন্দে মেতে উঠা, সেই টিফিনের সময় খাবার ভাগাভাগি করে খাওয়া ,আর কখনো হবে না ছুটি দিলে সবাই ক্লাস থেকে ধাক্কাধাক্কি করে বের হওয়া ইত্যাদি অসংখ্য স্মৃতি আজ হৃদয়ে নাড়া দেয়।

এগুলো বান্ধবীদের ছাড়া কল্পনা করা অসম্ভব। মাদরাসার লাইফ শেষ হয়ে যাওয়া মানে মাদরাসার সবাইকে খুব মিস করা। আর মিস করব সবসময় স্যার আর হুজুরদের ডাকা নামগুলো। মিস করব "এই বৃষ্টি আজকে পড়া শিখেছ" বলে শিক্ষকদের মায়াবি সম্বোধন। আসলেই যতই উচ্চ লেভেলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এডমিশন নেই না কেন মাদরাসার এই দিনগুলোই জীবনের বেস্ট সময়। তাইতো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

> "দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
> লও যত লৌহ, লোষ্ট্র, কাঠ ও প্রস্তর
> হে নব সভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
> দাও ফিরে তপোবন, পুণ্যচ্ছায়ারাশি
> গ্লানিহীন অতীতের দিনগুলো"

আর কখনো সুযোগ পাব না ক্লাস শেষে সবাই মিলে আড্ডা দেয়া। আজ সত্যিই অনেক মিস করি মাদরাসায় কাটানো সময়গুলিকে। কখনো ভুলব না মাদরাসার সেই স্মৃতিগুলো; ভুলা যায় না। আর কখনো হবে না প্রিয় বান্ধবীদে সাথে এক সাথে গল্পের আসর বসানো। আজ যখন দেখি ছোট্ট সোনামনিদের ক্লাসে দেখি তখন মিস করি সেই পুরোনো দিনের সেই স্মৃতিগুলো। জীবনের অনেক আনন্দের মুহূর্ত আসবে কিন্তু মাদরাসার ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির ক্লাসের মধ্যে কাটানো প্রিয় মুহূর্তগুলো জীবনে স্মরণীয় হয়ে থেকে যাবে।

দাখিল পরীক্ষার পর কে কোথায় গিয়ে কি কাজে ব্যাস্ত থাকব কেউ আমরা জানি না; সময়ের পরিক্রমায় আমাদের হয়ত আর একসাথে থাকা হবে না। কিন্তু বন্ধুত্ব আমাদের চিরদিন রয়ে যাবে।

হে শতপদ্মের দল, একসাথে ছিলাম, একসাথেই থাকব যদিওবা থাকি বহুদূরে। ইন্টারনেটের এই দুনিয়ায় আমরা একটি প্লাটফরমের সহযাত্রী । ফেইসবুক, ইমু, মেসেঞ্জারে থাকবে আমাদের যোগাযোগ। বন্ধুত্বটা আরো অটল রাখবি, কেউ কাউকে ভুলিস না।
জীবনের আরো অনেক পথ বাকী, আরো শিক্ষার বা জানার আছে অনেক কিছু। যে যত জ্ঞান আহরণ করবে সে তত বেশি শিক্ষিত হবে এবং উচ্চ পর্যায়ের পদ গ্রহণ করবে এটাই প্রকৃত বাস্তবতা। জীবনে অনেক কিছুই হয়তো ফিরে পাওয়া যাবে কিন্তু মাদরাসার স্মৃতিময় দিনগুলো কখনো ফিরে আসবে না। মিস করি মাদরাসার দিনগুলি..

আমার মাদরাসা আমার কাছে সবচেয়ে ভাল
আমার মাদরাসা সাড়া দেশে ছড়ায় শিক্ষার আলো।
আমার মাদরাসার নেই কোন তুলনা
এত ভালো শিক্ষক আর কোথাও দেখিনা।
সময়-সুযোগে ছাত্র-ছাত্রীরা করতে পারে খেলা,
শিক্ষকের মন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভালোবাসায় ভরা।
মেধাবী বানায় ছাত্র-ছাত্রীকে মাদরাসার শিক্ষক দল,
শিক্ষকেরাই আমার মাদরাসার সবচেয়ে বড় বল
করিব স্মরণ জীবন ভরে তাদের এইতো মোর পণ।

আই মিস ইউ মাদরাসা

পপি আক্তার

আমাদের মাদরসাটার মজাটাই ছিল আলাদা। আমাদের মাদরাসার প্রত্যেকটা শিক্ষক ছিল আমার মনের মত।
২০১৫ সাল থেকে আমার মাদরসা জীবনের যাত্রা শুরু। ২০২০ সাল চলে আসতেই শেষ হয়ে আসল এই মাদরাসার জার্নি। অসংখ্য হাসি-কান্না, আর আনন্দ-বেদনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই মাদরাসাকে ঘিরে। জীবনের প্রথম সাদা-কালো কাপড়ের মাদরাসা সারা জীবনের থাকে না। যত আছে হাসাহাসি, যত আছে ভাগাভাগি সেই সব কিছুই যেন শেষ হয়ে এসেছে। হুট করে এসে লুট করে নিয়ে যাবে সেই সময় তো আর ধরে রাখা যাবে না। আমাদের এই দুষ্টুমি স্বভাব আর তো দেখানো যাবে না।
অ্যাসেম্বলিতে সবাই মিলে জাতীয় সঙ্গীত না গেয়ে শুধু মুখ নাড়ানাড়ি আর তো হবে না। ২নং পিটিতে ওঠা-বসা বন্ধ করে শুধু বসে থাকা আর হবে না। টেবিল নিয়ে আমি আর অপি সেই

দৌড়াদৌড়িটাতো আর হবে না। কে প্রথম ক্লাসে যাবে সেটা নিয়ে ছুটাছুটি কখনো কেউ আর করবে না। নতুন শিক্ষকের কাছে কীভাবে প্রিয় হবো সেই প্রতিযোগিতাটা আর দেখা যাবে না। সামনে শিক্ষকের কাছে শান্ত থাকা আর পিছনে দুষ্টুমি করা মাঝখানটাতো আর ফিরে পাব না। প্রত্যেকের হাতে হাতে ঝালমুড়ির সেই প্যাকেট কখনোতো আর দেখা যাবে না। টিফিনে সবার আগে ঝালমুড়ির দোকানে গিয়ে আঙ্কেল ডাকতো আর হবে না। স্মৃতিময় সেই দিনগুলো আর ফিরে আসবে না। স্মৃতির পাতায় লেখা থাকবে দীর্ঘ পাঁচটি বছর। এবার বিদায়ের পালা...আই মিস ইউ অল মাই ফ্রেন্ডস্, আই মিস ইউ মাদরাসা।

একটি রঙিন স্বপ্নের গল্প

সাদিয়া ইসলাম(১৩)

স্মৃতি স্বপ্নের মতো। স্মৃতি বেদনা ও আনন্দেরও হতে পারে। মানুষ তার জীবনের কোন স্মৃতিই অতি সহজে ভুলতে পারে না। ফেলে আসা দিনগুলোর কথা বারবার মনে পড়ে। গতিময় জীবনের সামনে ক্রমাগত এগিয়ে চলার সময়ে পেছনে ফিরে তাকাতে যেয়ে প্রিয় মানুষগুলিকে হারিয়ে ফেললাম। যেমন আমার মাদরাসার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বারবার মনে দোলা দেয়। তাই মাদরাসার জীবনটা আমার কাছে অন্যতম প্রিয়।
মাদরাসার প্রতিটি স্মৃতি আমার হৃদয়ের মনিকোঠায় চির অম্লান হয়ে থাকবে। আজ আমাদের বিদায়। তিন অক্ষরের ছোট একটি শব্দ বিদায়, মাত্র তিন অক্ষর; কিন্তু শব্দটির আপাদমস্তক বিষাদে ভরা। শব্দটা কানে আসতেই মনটা কেন যেন বিষন্ন হয়ে ওঠে। এমন কেন হয়? কারণ এই যে বিদায় হচ্ছে বিচ্ছেদ। আর প্রত্যেক বিচ্ছেদের মাঝেই থাকে নীল কষ্ট। বিদায় জীবনে একবার নয়, জীবনে মানুষকে সম্মুখিন হতে হয় একাধিক বিদায়ের।

সেই জন্মলগ্ন থেকে বিদায়ের সূচনা, তারপর জীবন পথের বাঁকে বাঁকে আরো কত বিদায় অনিবার্য হয়ে আসে। জীবনের পরতে পরতে ছিন্ন হয় কত প্রিয় বন্ধন। শিক্ষাজীবনের সমাপ্তিতে সহপাঠি ও প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নেয়ার বিষয়টিও এমনি এক নিবিড় বন্ধন ছিন্ন হওয়া, যা খুব সহজে ভুলা যায় না। তবে এ বিদায় বেলায় কষ্টের মাঝেও এক রকম আনন্দ থাকতে পারে যদি সান্ত্বনার সংকট না থাকে। এই সান্ত্বনা শিক্ষাজীবনের সফলতার সান্ত্বনা।
আর যার সান্ত্বনার সংকট থাকে অর্থাৎ- বিদায়ী যাত্রী যদি পেছনে তাকিয়ে দেখে যে, তার ফলাফল ভালো নয়, ভালো পড়াশোনা করা হয় নি, সময়ের যথার্থ মূল্যায়ন করা হয় নি তাহলে তার কষ্টটা হয় সবচেয়ে তীব্র। এটি এমন এক সত্য যা খুবই তিক্ত।

আজ আমাদের ব্যাচের বিদায়ক্ষণ। আগের সেই হাসিমাখা মুখের মাঝে এখন বিষাদের চিহ্ন , কি যেন একটা বিষন্ন ভাব আঁছড়ে পড়েছে হৃদয়ে। অনেকদিন এক সাথে থাকার মায়া জালে বন্দি হয়ে গিয়েছি মনে হয়। সেটা ছাড়াতেই বুঝি এত কষ্ট!!!
কিছু কিছু মানুষকে কোন দিনই ভুলার নয়। হৃদয়ে সবসময় প্রাণের ক্লাসটির অভাববোধ করবো যা কখনো ভুলার নয়, ভুলতে পারব না, মনে রাখব চিরদিন। বন্ধুদের ছাড়া জীবনটা অচল বলা যায়। আজ আমরা এই মাদরাসার গন্ডী পার হওয়ার শেষ প্রান্তে এসে দাড়িয়েছি। কে কোথায় গিয়ে থাকবো আমরা জানি না। তবে ইন্টারনেট সবার সঙ্গে থাকবে কেউ কাউকে ভুলবি না।

ফেইসবুক, মেসেঞ্জার,টুইটার, ইমু ইত্যাদির সঙ্গে থাকবি, বন্ধুত্বটা আরো অটল রাখবি, কেউ কাউকে ভুলিস না। জীবনের আরো অনেকটা পথ বাকি, বাকি পথটুকু যেন বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকি।

তিন অক্ষরের সেই বিদায় শব্দটি কিভাবে যে আমাদের জীবনে চলে আসল বুঝতেই পারি নি; বিদায়।

ক্ষণিকের তরে এসেছিলাম,
ক্ষণিকের তরে চলে যাই।
আবার কে কখন,
কোথায় দেখা হবে
জানি না তো ভাই!
যে যেথায় থাকিস
বন্ধুত্বটুকু অটুট রাখিস।
জানি নাকো কে কবে
কার সাথে দেখা হবে
জীবনের স্মৃতিগুলো মনে রবে।

দেখতে দেখতে কিভাবে এক এক শ্রেণী করে দীর্ঘ পাঁচটি বছর কেটে গেল বুঝতেই পারি নি! তোদের কখনো ভুলতে পারব না, মাই ফ্রেন্ডস॥

কেউ চায় না কাউকে ভুলিতে
কিন্তু সময় ভুলিয়ে দেয়
কেউ চায় না কাউকে হারাতে
কিন্তু ভাগ্য ছিনিয়ে নেয়।

স্মৃতির আয়নায় মাদরাসা জীবন

কেয়া আক্তার

“সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না” এই প্রবাদ বাক্যটির মহাসত্য আজ দারুণভাবে উপলব্ধি করছি। মনে হচ্ছে যেন কয়দিন আগেইতো এই মাদরাসায়া ভর্তি হলাম, অথচ নিজের অজান্তেই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে পাঁচটি বছর; হারিয়ে গেছে সেই দিনগুলো. যে দিনগুলো আজও হৃদয়ের স্মৃতিপটে ভেসে বেড়াচ্ছে। একসাথে ক্লাস করা, ওঠা-বসা, একসাথে মিলেমিশে থাকা- সবই যেন আজ শুধুই স্মৃতি। হাজার চেষ্টা করেও সেই দিনগুলোতে আর ফিরে যাওয়া যাবে না, হবে না আর প্রিয় বান্ধবীদের সাথে একসাথে ক্লাস করা।যদি আমাদের মাদরাসায় আলিম শাখা থাকতো তাহলে আমরা সবাই একসাথে আবার ক্লাস করতে পারতাম; কিন্তু সেই সুযোগটুকু আমাদের আর হয়ে উঠলো না। ছেড়ে যেতে হচ্ছে আমার সেই প্রিয় শিক্ষকগণকে যাদের তুলনা তারা নিজেরাই। তাদেরও ছেড়ে যেতে হবে একথা মনে হলেই আঁতকে উঠি। যেদিন স্কুল ছেড়ে মাদরাসায় প্রথম ভর্তি হই সেদিন আমাকে অনেকে বলেছিল মাদরাসায় কেন

ভর্তি হইলি? আমি বলেছিলাম স্কুল ও মাদরাসার মধ্যে অনেক তফাৎ। মাদরাসায় দুনিয়া আখিরাতের রসদ সংগ্রহ করা যায় পক্ষান্তরে স্কুলে সেটা তুলনামূলক কঠিন।

অতএব মাদরসা লাইফ মানে স্পেশাল কিছু ফ্রেন্ডস্ , পরিবারের বাইরে আরেকটি পরিবার, অসংখ্য স্মৃতির একটি গল্প। মাদরাসা মানে সকালের রোদে এসেম্বলি করা, দেরিতে গেলে মার খাওয়া না হয় কান ধরে বারান্দায় দাড়িয়ে থাকা, টিচারদের জীবনঘনিষ্ঠ সেই বাণীগুলো অধীর আগ্রহভরে শুনা। দেখতে না দেখতেই কেটে গেল পাঁচটি বছর। কিছুদিন পরই ফাইনাল এক্সাম-এর পরই সব কিছু যেন এলোমেলো হয়ে যাবে। আপন বন্ধুরাও থাকবে না কাছে, কে কোথায় চলে যাবে জানি না; চাইলেও আর এক সাথে থাকা হবে না।

জীবনের সেই মুহূর্তগুলো কেমন করে কেটে গেল বুঝতেই পারি নি। জীবনের পরতে পরতে কত না জানি এই বিদায় ক্ষণ উপস্থিত হয়! এই মাদরাসার হুজুর, স্যার, ম্যামদের ভুলতে পারব না কোন দিন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কতটা মধুর হয় তা বুঝতেই পারতাম না এই মাদরাসায় না আসলে। শিক্ষকদের শিক্ষাদানের আগ্রহ, জীবনঘনিষ্ঠ উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, বাস্তবধর্মী উপমা সত্যিই অসাধারণ !

শিক্ষকদের সেই অনুপ্রেরণা আমাদের বাস্তব জীবনের রসদ হবে বলে বিশ্বাস করি। রঘুরামপুর মাদরাসার দাখিল ২০২০ এই ব্যাচ টি ছিল অনন্য প্রতিভার একঝাক পদ্মের দল। কবি, সাহিত্যিক, ছন্দাকার, প্রবন্ধাকার ইত্যাদি সমাহারে ভরপুর আমাদের এই ব্যাচ। আশা করি এই ব্যাচ থেকেই তৈরি হবে দীনের যোগ্য খাদেম, নামকড়া বড় সাহিত্যিক, প্রবন্ধাকার, উপন্যাসিক এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখবে ইনশাআল্লাহ।

যাবার বেলাই আমার সহপাঠি, বন্ধু, খেলার সাথীদের জানিয়ে যাই অফুরন্ত ভালোবাসা, অনুজদের প্রতি স্নেহ, আর আমার প্রাণের শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা; রেখে গেলাম অসংখ্য স্মৃতি।

স্মৃতি অম্লান

তারেক যোবায়ের

ছাত্র জীবনে প্রতিটি সকাল শুরু করতাম বন্ধুদের হাসি খুশি মুখ দেখে। হয়ত বন্ধু তোদের এই মুখগুলো একদিন ভীষণ মিস করব। আরো মিস করব এই মাদরাসার প্রতিটি দেয়াল, মিস করব প্রতিটি বেঞ্চ, প্রতিটি ব্লাক বোর্ড। আরো বেশি মিস করব এই মাদরাসার খেলার মাঠটিকে। আমি মিস করব পানির ফিল্টারে সিরিয়াল ধরে পানি খাওয়া আর এই মাদরাসার প্রতিটি বন্ধুর সাথে কাটানো সময়গুলোকে। মিস করব এই মাদরাসার প্রতিটি শিক্ষকের মুখের মুধুমাখা বাণীগুলো, যার মধ্যে ছিল সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মণের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা।

ক্ষুদ্র এই সময়টুকুতে এত এত স্মৃতি জমা হয়ে গেছে যা এই ছোট্ট লেখার মাঝে শেষ করা যাবে না; চেষ্টা করাটাও যে বোকামী হবে। হাসি-কান্নার. আনন্দ-বেদনার অজস্র স্মৃতি আজ শুধু

হৃদয়ের আয়নায় ভেসে বেড়াচ্ছে। থাকুক সে সদা হৃদয়ের গহীনে, আমি দেখব তার প্রতিচ্ছবি স্বপ্নের রাজ্যে।

স্মৃতির ভগ্নাংশ

শারমিন আক্তার

সেই ছোটবেলায় বাবা মার হাত ধরে মাদরসাায় যাওয়া এরপর আস্তে আস্তে ক খ গ ঘ শিক্ষা। তারপর ১ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে একে একে পার করলাম সমাপনী। ২০১৫ সালে ভর্তি হলাম রঘুরামপুর মাদরাসায় দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে। সম্পূর্ণ একটি নুতন পরিবেশ, মাদরাসার কাউকে চিনি না। আস্তে আস্তে সবার পরিচয় হয়। মনে হচ্ছিল পরিবারের বাইরে আরেকটি পরিবার। সেই পরিবারে আমরা সবাই মিলে মিশে থাকতাম; বেশ ভালোই যাচ্ছিল দিনগুলো।
এই মাদরাসার প্রতিটি স্যার, ম্যাডাম আর হুজুরগণ এত কাছে চলে আসবে আমাদের এত ভালো করে পড়া লেখার প্রতি উৎসাহ দিবে কখনো ভাবি নি। তাদের উৎসাহ উদ্দীপনায় মনে হলো জীবনে অনেক বড় হতে হবে। তাদের কোন তুলনা হয় না । তাদের কখনো ভুলতে পারব না।

মাদরাসা জীবন শেষ হয়ে যাওয়া মানে প্রিয় কাছের মানুষগুলোকে হারিয়ে ফেলা। কিন্তু আমরা কখনো কাউকে ভুলব না। আর কিছু স্যার ও হুজুরদের নাম হৃদয়ে গেঁথে আছে; গেঁথে রাখব আজীবন। মাদরাসা লাইফ মানে পড়া না পারলে পানি খাওয়ার অজুহাতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়া। আবার বৃষ্টির দিনে হুজুরদের দিয়ে গজলের আসর বসানো। এভাবেই অসংখ্য স্মৃতি জড়িয়ে আছে যা লিখে শেষ করা যাবে না।
দেখতে দেখতে চলে গেল পাঁচটি বছর। কিছুদিন পরেই অনুষ্ঠিত হবে আমাদের দাখিল পরীক্ষা। তার পরেই সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাবে। সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাবে অনেক কিছু । আপন বন্ধুরাও কে কোথায় চলে যাবে জানি না । চাইলেও আর ফিরে পাব না সেই দিনগুলো। সবকিছুই শুধু স্মৃতি হয়ে থাকবে। ভালো থাকিস তোরা.....

এ জার্নি টু মাদরাসা

সাদিয়া নূর আঁখি

মাদরাসার স্বাদ আস্বাদন করেই নিলাম। প্রাইমারি শেষ করে ভর্তি হয়ে গেলাম মাদরাসায়; আর এর মাধ্যমে শুরু হয়ে গেল আমার এ জার্নি টু মাদরাসা। সেই জার্নিটি ছিল আমার এই রঘুরামপুর মাদরাসায়। সেই ছোট্ট মেয়ে আঁখি যখন মাদরাসায় নতুন ভর্তি হয় তখন সে কাউকে চিনত না। কিছু দিন পরই তৈরি হয়ে গেল আমার এক ঝাঁক প্রিয় বান্ধবী। এভাবেই বান্ধবীদের নিয়ে এক এক করে উপরের ক্লাসে উঠতে থাকলাম।২০২০ সালে আজ আমরা দাখিল পরীক্ষার্থী; রেখে এসেছি কত মধুময় স্মৃতি।

অসংখ্য স্মৃতির একটি হল মাদরাসার শিক্ষা সফর - মাদরাসার শিক্ষা সফর একটি না লেখা উপন্যাস। বাংলাদেশের অফার সৌন্দর্যে ভরপুর চট্টগ্রামের সিতাকুন্ড, পতেঙ্গা, ফয়েজলেকে রয়েছে একগুচ্ছ স্মৃতি। আমার গুণা ৩৮৩ টা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে ঝর্ণার শীতল পানিতে পা ভিজানো এক অন্যরকম অনুভুতি। ঝর্ণা, পাহাড়, দিঘি, সমুদ্রের ঢেউ যেন হৃদয়কে আন্দোলিত করে; আনমনা হৃদয়কে করে উদ্বেলিত। স্পীড বোটে সমুদ্র ভ্রমণ আরো এক বিস্ময়কর অনুভুতি; যা আমাকে দিয়েছে এই রঘুরামপুর মাদরাসা।

স্মৃতির আয়নায় ভেসে বেরানো অসংখ্য স্মৃতি আজ মানসপটে দৃশ্যমান হচ্ছে-থাকুক হৃদয়পটে অন্তরের খোরাক হয়ে। সময় যত এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের বিদায়ের ধ্বনিও তত ধ্বনিত হচ্ছে- এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে উঠলে পূর্ববর্তী ক্লাসকে বিদায় জানালেও বিদায় দিতে হয় নি আমার সহপাঠিদের, বিদায় দিতে হয় নি আমার বান্ধবীদের, বিদায় দিতে হয় নি আমার শিক্ষাগুরুদের; কিন্তু আজ বিদায় দিতে হচ্ছে এক এক করে সবাইকে। কারণ আজ যে আমি দাখিল পরীক্ষার্থী. এটাই যে আমার শেষ ক্লাস। বিদায়ের ঘন্টার আওয়াজে আজ আমার অন্তরাত্মা শিহরিত হচ্ছে, হাত কাঁপছে তবুও যে তা লিখে যেতে হবে এই জার্নি টু মাদরাসার স্মৃতির ডায়রি।

"লেট'স মেইক এ জার্নি টু মাদরাসা" এটা তাদের বলছি যারা মাদরাসায় পড়ে নাই। মাদরাসায় পড়ার অনুভুতি কেমন তা এখানে না আসলে অনুভব করা যাবে না। একদল নি:স্বার্থ বান্ধবী পাওয়া যায়, নিরলস সংগ্রামী শিক্ষাগুরুর সহচর্য পাওয়া যাওয়া মাদরাসা লাইফে। মাদরাসা জীবন মানে হাজারো মিষ্টি স্মৃতি দিয়ে সাজানো একটি গল্প- যে গল্পের চরিত্রে শিক্ষার্থীরা থাকে বাগানের ফুলের চরিত্রে, আর শিক্ষকগণ থাকে মৌমাছির চরিত্রে। শিক্ষার্থীরা সেই মৌমাছিরূপী শিক্ষকদের কাছ থেকে মধুময় জ্ঞান আহরণ করে।

আমার লাইফের বেস্ট কিছু শিক্ষক পেয়েছি এই মাদরাসায়। যখন বই এর পাতায় কালো অক্ষর পড়তে পড়তে একঘেঁয়েমিতা চলে আসতো, সেই একঘেঁয়েমিতা দূর করতে শিক্ষকদের জীবনঘনিষ্ট মজার মজার গল্প বলা, উদ্দীপনামূলক উক্তি, অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য, সফলতার দিক নির্দেশনা ইত্যাদিতে ছিল ভরপুর। তাইতো বলি- এমন শিক্ষক পাবো কোথায় তোমায় বিনে হে প্রিয় মাদরাসা!

হারিয়ে যাচ্ছে জীবনের অন্যতম সেরা মুহুর্তগুলো, সবকিছু যেন আবার ফিরে পাওয়ার ইচ্ছে... কিন্তু ইচ্ছে করলেই আর সবকিছু ফিরে পাওয়া যাবে না- এটাই হচ্ছে সময়ের অমূল্য গতিধারা, যা আর কখনো ফিরে আসে না। তাই স্মৃতির পাতায় লিখে রাখলাম আমার প্রিয় বান্ধবীদের নাম, হৃদয়ের আয়নায় এঁকে রাখলাম আমার প্রিয় শিক্ষাগুরুদের প্রতিচ্ছবি। হাজারো স্মৃতির অপূর্ব সমাহারে ইতি ঘটল আমার এ জার্নি টু রঘুরামপুর মাদরাসা।

মাই লাইফ মাই মাদরাসা

শান্তা আক্তার

মাদরাসা লাইফ ইজ মাই স্পেশাল লাইফ। বন্ধু সার্কেল, শিক্ষক, সহপাঠি, অনুজ ও অগ্রজদের নিয়ে একটি পরিবার। আমরা ছিলাম রঘুরামপুর মাদরাসা কাননের একেকটি ফুলের বৃন্ত । সেই বৃন্ত আজ একটি প্রস্ফুটিত ফুলে পরিণত হয়েছে, ফলশ্রুতিতে তার ছেড়ার সময় হয়ে গেছে। তথা সেই ছোট্ট মেয়েটির আজ বিদায়ের ঘন্টা বেজে গেছে। বিদায়ের করুণ সুর বেজে উঠেছে; হ্যাঁ, আমাদের দাখিল পরীক্ষা সন্নিকটে তাই এখানেই রঘুরামপুর মাদরাসার ইতি টানতে হবে।কত স্মৃতি, কত আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার অপূর্ব মেল বন্ধন ছিল এই মাদরাসা আঙিনা। মাদরাসা মানেই শিক্ষকদের ভালোবাসাপূর্ণ শিক্ষাদান, মাদরাসা মানে শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা। মাদরাসা মানে বান্ধবীর একরাশ স্মৃতি, মাদরাসা মানে একে অপরের টিফিন ভাগাভাগি। মাদরাসা মানে ঝগড়ার সময় কমন ডায়ালগ-"ছুটির পর থাকিস তোর খবর আছে!" মাদরাসা অসংখ্য স্মৃতির একটি উপন্যাস।

হে প্রিয় মাদরাসা, তোমায় থেকে নিয়ে গেলাম অনেক কিছু, দিতে পরি নি কভু কোন কিছু। তোমার আঙিনায় রেখে গেলাম শুধু অসংখ্য স্মৃতি। কখনও পানি পানের নাম করে ক্লাস ফাঁকি দেয়া, বৃষ্টির দিনে সঙ্গীতের আসর বসানো সবই আজ শুধুই স্মৃতি।
হে প্রিয় শিক্ষাগুরু, দিয়েছেন জ্ঞানের আলো নিতে পারি নি সবটুকু। আপনাদের অনুপ্রেরণা আর উপদেশ ই আমার একমাত্র সম্বল। আমার পরবর্তী জীবনের সফলতা যদি আসে তবে তা হবে আপনাদের কাছ থেকে পাওয়া দিক নির্দেশনার ফসল। আর যদি কোথও ব্যর্থতা আসে তবে তা হবে আপনাদের দিক নির্দেশনা ঠিকভাবে অনুসরণ করতে না পারার প্রতিফল।

হে প্রিয় স্বপ্নের পিঁছে দৌড়ানো বান্ধবীর দল, একটি বেলি ফুলের ঘ্রাণ যেমন তার ফুলকে স্বার্থক করে তুলে তেমনি তোমাদের মত কিছু বান্ধবী পেয়ে আমার জীবন স্বার্থক হয়েছে।

একদিন এসে ছিলে তোমরা মোর জীবনে
ছিলে কিছুকাল ধরে,
আবার যাবে চলে আমায় ছেড়ে
থাকবে না তো চিরকাল ধরে।
যাও, তবে রেখে গেছ স্মৃতি
হবে না তা আমার থেকে কভু বিস্মৃতি।

স্মরণিকা: একটি বিদায়ের অধ্যায়

আপসানা অপি

এক নিমিষের নেই ভরসা, গর্ব কর কিসের জোরে; গর্ব খোদার গায়ের চাদর, হাত দিওনা ওটার উপরে। প্রথম যেদিন আসলে ভবে, কাঁদলে তুমি হাসল সবে। ওটাই ছিল মুখের ভাষা, চাওয়া পাওয়া সকল আশা।

"কত না হাসিমাখা দৌড়ানির মাঝে
দু:খের কথা না ভেবে
শেষ করে ফেললাম মাদরাসা জীবন"।

আমার নাম আপসানা: প্রিয় বিদ্যালয়! রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা। এই প্রিয় ক্যাম্পাসে লুকিয়ে আছে আমাদের হাজারো স্মৃতি যা আজ আমি স্মৃতিকাতর হয়ে স্মরণ করছি। মাদরাসা লাইফের কত স্মৃতি, কত বান্ধবী, কত দুষ্টুমি, কত আড্ডা, কত গল্প, কত আনন্দ-বেদনা, কত রাগ-অভিমান দিয়ে শেষ করলাম জীবনের শেষ্ঠ স্মৃতিময় অধ্যায়।

মাদরাসা জীবনের একটি অধ্যায় আজ শেষের পথে... চাইলেও আর সময়টাকে থামিয়ে রাখতে পারব না। এই দিনগুলো হয়তো চিরকালের মত ইতি রচনা করবে। ক্লাসে বসে বন্ধুদের সাথে সেই আড্ডাগুলো আজ মিস করি। স্তব্দ আজ সেই হাসিমাখা মুখগুলো, যারা আজ বিদায়ের ক্ষণে মর্মাহত।

হারিয়ে যাবে আমাদের টিফিনের সেই মুহুর্তগুলো, মিস করব ক্লাস না করার বিভিন্ন বাহানা। মিস করব একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসের সেই অনুষ্ঠানমালা। স্যারদের অক্লান্ত পরিশ্রমের সেই ঘন্টাগুলো যেন আমরা স্বার্থক করতে পারি এইতো মোর কামনা। আমাদের সেই শিক্ষকদের কখনো ভুলতে পারব না।

হাঁ হাঁ করা হৃদয় যেন বলে উঠে, বিদায় বন্ধু, বিদায়; বিদায় সেই ক্লাসরুম। আমার অবচেতন মন জানে-জীবন্ত স্মৃতিকথা প্রণয়লিপির প্রতিটি অক্ষর। "মাদরাসা জীবনের স্মৃতিকথা" আমার এই স্মৃতিতে সারা জীবন থেকে যাবে-অতি উজ্জল হয়ে। মনে হয়, আবার ফিরে আসি সেই দিনগুলোতে যে দিনগুলো স্মৃতির আয়নায় ভেসে বেড়ায়; কিন্ত তা আর হয়ে উঠবে না। একসময় যা ছিল-সত্যিই উজ্জল মধুময়, সবই আজ স্মৃতি- তাই বলতে হয় বিদায়।

বেজেছে বিদায় বাঁশি,
সব তো সেই সময়ের দাসী
বেড়েছে রাত পাহারা
হারে নি তবু রোজ গো হারা
হয়তো পূর্বেই মিলেছিল আভাস
চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে শিউলির সুভাস
জমেছে ঘন মেঘের কালো
দিগন্তের শেষে॥

একরাশ স্মৃতি

তন্নী আক্তার

মাদরাসা লাইফ মানে প্রিয় সেই ব্যাক বেঞ্চ, সেই টিফিনের অপেক্ষা, ঝালমুড়ি নিয়ে কাড়াড়ি আর সকালের কড়া রোদে এসেম্বলি করা। এভাবে অসংখ্য স্মৃতি রেখে কেটে গেল আমাদের পাঁচটি বছর। এই সকল স্মৃতিগুলোই আজ আমার একমাত্র হৃদয়ের খোরাক। মন চায় আবার ফিরে যাই সেই পাঁচ বছর আগের ক্লাসে যেখানে ছিলাম আমরা ফুলের মত । যে ফুলের ছিল অনেকগুলো পাপড়ি আর সেই পাপড়িগুলো হলাম আমরা সেই বান্ধবীগণ যাদের একজন ছাড়া

আরেকজন ছিল অপূর্ণ। একটি ফুলের থেকে কোন একটি পাপড়ি যদি ঝড়ে যায় যেমন ফুলের মূল্য থাকে না , ঠিক তেমনি আমাদের একজন বান্ধবী ছাড়া আরেকজন অপূর্ণ থেকে যাবে।

সবার সুখে ছিলাম মোরা , ছিলাম দু:খেতে
বন্ধু ছাড়া সুখ নাই এই জগতে।
ছাড়তে তোদের চায় না মন, তবু ছাড়তে হবে
তোদের ছাড়া থাকতে হবে ভাবতে অবাক লাগে।

ব্যাচ টুয়েন্টি

শারমিন আক্তার

দাখিল ব্যাচ-২০২০ । হ্যাঁ, আমি এই ব্যাচটির ই একজন গর্বিত সদস্য। পুষ্প যেমন আপনার জন্য ফুটে না; বরং অন্যের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয় । ঠিক তেমনি আমাদের এই ব্যাচের প্রত্যেকটি বন্ধু কিংবা বান্ধবী নিজেকে অন্যের জন্য বিলিয়ে দিতে এতটুকু কার্পণ্য করে না। যেন তারা একটি ফুলের বাগানের ভিন্ন ভিন্ন ফুল, যারা ভিন্ন ভিন্ন সৌরভ ছড়ায়। আনন্দ-বেদনায়, হাসি-কান্না, সুখে-দু:খে যারা একে অন্যের সাথী। তাই আমি গর্ববোধ করি এই ব্যাচের লাগি।

হামদ্, না'ত, গজল, দেশাত্মবোধক গানের শিল্পিদের অপূর্ব সমাহার ছিল আমাদের এই ব্যাচ। ক্লাস করতে করতে যখন ক্লান্তি চলে আসত ঠিক তখনি বান্ধবীদের সুরের অঙ্গনে একাকার হয়ে যেত আমাদের ক্লাস। মিষ্টি মিষ্টি ঝগড়া, দুষ্টুমি আর বান্ধবীদের সাথে খেলাগুলো আজ ভীষণ মিস করছি। সাদিয়ার "আম্মুগো" বলে চিৎকার, অপির ঘাড় বাঁকা করে স্টাইল করে ছবি তোলা, ডলির মিষ্টি কণ্ঠের সেই মন মাতানো গান আজও আমার হৃদয়ের আয়নায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

পপির কথা না লিখে আর থাকতে পারলাম না। উস্তাদদের কাছ থেকে কৌশলে টাকা নেয়ার এক মেশিন ছিল আমাদের পপি। সাইফুল হুজুর, এনাম স্যার, কামাল স্যারের কাছ থেকে সেই ২০ টকা, ১০ টাকা করে নেয়ার অভিনব এক কৌশলী ছিল আমাদের আমাদের পপি। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি শিক্ষকদের মহানুভবতার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত আমাদের এই রঘুরামপুর মাদরাসা।

প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর মাঝেই ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। যার জন্য একে অপরকে বিভিন্ন নামে সম্বোধন করে ডাকতো। জিসু, জোকার, সারো, মানচু, নাম্বার ছাড়া নামগুলো ছিল কমন। যাদের ডাকা হতো তারাও এগুলো এনজয় করত। এভাবেই আনন্দে আনন্দে কেটে গেল আমাদের অসংখ্য স্মৃতির বাতিঘর রঘুামপুর মাদরাসার পাঁচটি বছর। আজও ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করে সেই স্মৃতিগুলোর কথা মনে পড়লে। ভাবতে পারি না যে, আমার প্রাণের মাদরাসা, প্রিয় বান্ধবী ও জীবনগড়ার কারিগর প্রাণপ্রিয় শিক্ষকদের ছেড়ে চলে যেতে হবে। মিস করব বন্ধু তোদের!

কেমনে ছাড়ব বন্ধু তোদের, তোরাই যে আমার সব
তোদের মত বন্ধু আমি কোথায় পাব বল্?
সুখে-দু:খে পাশে ছিলি, কতইনা আপনজন

তোদের মত মিষ্টি বন্ধু মিলবে কতজন!
একসাথে সেই আচার খাওয়া, ঝালমুড়ি আর টক
তোদের বিনে খাইলে এসব মিটবে কি আর শখ!
ছাড়তে চাই না তোদের আমি তবু চলে যাবি
মনে রাখিস আমায় তোরা, রাখব তোদের আমি।

জ্ঞানার্জনের পিপাসা

শামসুল আরেফিন জিসান

শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক স্তর শেষ হল। মাধ্যমিক শিক্ষা কোথায় অর্জন করব এ নিয়ে আমার পরিবারে চলছে জল্পনা-কল্পনা। অবশেষে মহিয়ান রবের অপার মহিমায় আমার গুরুজনদের সিদ্ধান্ত হল আমাকে মাদরাসায় ভর্তি করানো হবে। আমার মা ই ছিল আমার কাছে সব। তাই সিদ্ধান্ত মোতাবেক মায়ের হাত ধরে ভর্তি হয়ে যাই প্রাণের এই রঘুরামপুর মাদরাসায়। পাখির কলতানে মুখরিত ও সবুজ গাছে ঘেরা জ্ঞানের সূতিকাগার এই রঘুরামপুর মাদরাসায় শুরু হয়ে যায় আমার জ্ঞান আহরণ।

আমি খুব মেধাবী ছিলাম না ; কিন্তু আমার প্রচন্ড ইচ্ছা শক্তি ছিল জ্ঞান আহরণের প্রতি। ইচ্ছা শক্তির পিছনে ভূমিকা পালন করেছে আমার প্রিয় শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা। শিক্ষকদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমাকে তাদের কাছে নিয়ে গেছে। শিক্ষকদের কাছ থেকে পাওয়া আদর কী করে ভুলে থাকতে পারি!
হাটি হাটি পা পা করে আমার শিক্ষা জীবনের আরেকটি স্তর শেষ হতে চলছে । এই পাঁচ বছরে আমি যা পেয়েছি তা কখনও আমার স্মৃতির পাতা থেকে মুছে যাবে না। আমার জীবনের একটি টার্নিং পয়েন্ট ছিল এই পাঁচটি বছর। বন্ধুত্ব কেমন হয় তা জানতে পেরেছি এই মাদরাসা থেকে, শিক্ষকদের মহানুভবতা কতটা বিশাল তা অনুধাবন করতে পেরেছি এই মাদরাসা থেকেই। প্রথম দিকে কোন বন্ধু না থাকলেও পরবর্তীতে এমন ক' জন বন্ধু মিলেছে যারা গুড নয়, বেটার নয়, বেস্ট ফ্রেন্ডে পরিণত হয়।

তোদের মত আপন বন্ধু মিলবে না কভু জানি,
যেথায় থাকি আর যেথায় যাই, ভুলব না তোদের হাসি।
দিনে রাতে তোরা আমার ছিলি ছায়ার মত,
তোদের কাছে করতাম আমি ছিল আলাপ যত।
আর হবে না সুযোগ আমার তোদের সাথে মিশার,
কি জানি বা কোথায় থাকি গুছাতে মনের আঁধার।
থাকিস সদা সবার সাথে মিটুক তোদের আশা,
তোদের জন্য রেখে গেলাম নিথর ভালোবাসা।

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে যা কিছু পেয়েছি তার সবটুকুন কৃতিত্ব আমি এই মাদরাসা কে দিতে চাই। আমার জ্ঞানার্জনের পিপাসাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করার পিছনে আমার প্রিয় শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা, উৎসাহ দারুণভাবে কাছ করেছে। আমাকে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে হবে, পূরণ করতে হবে আমার মায়ের স্বপ্ন, মিটাতে হবে আমার কাছে আমার গুরুজনদের প্রত্যাশা। গুছাতে অন্ধকার, জ্বালাতে হবে জ্ঞানের প্রদীপ, সাজাতে হবে এই ধরনী। হে প্রভু, সহায় হোন।
তাইতো কবিতার ভাষায় বলতে চাই....

জ্ঞানের পিপাসা মিটে নি কভু আশা
শয়নে স্বপনে দেখি আশা
গুছাবো সকল অমানিশা।
অজ্ঞতা আর যত আছে জাহিলিয়াত
করিব দূর সমাজ থেকে আছে মোর হিম্মত।
জ্ঞানের প্রদীপ নিয়ে যাব আমি সবার দ্বারে
ডাকিব তাদের আমি খোদার রাহে।
হে প্রভু দয়াময়! দাও আমায় তাওফিক দাও
করিতে পূরণ আমার সকল প্রত্যাশা
জ্ঞানের পিপাসা মিটে কভু আশা!

দাখিল স্মৃতি স্মারক ২০২০

কবিতাগুচ্ছ

বন্ধু মানে ফাইজলামি

ফাহিম হোসেন

বন্ধু মানে মস্ত বড় আকাশ, আকাশ ভরা নীল
বন্ধু মানে উড়ন্ত এক দুরন্ত গাঙচীল।
বন্ধু মানে সকাল বেলা, বন্ধু মানে সাঁঝ
বন্ধু মানে মনের কথা বলতে কিসের লাজ।
বন্ধু মানে ফাকা মাঠে একটুখানি হাওয়া
বন্ধু মানে এই জীবনে অনেক খানি পাওয়া।
বন্ধু মানে শেষ বেঞ্চ নিয়ে ঝগড়া ঝাটি করা
বন্ধু মানে একজনের জিনিস ছয় জনে ব্যবহার করা।
বন্ধু মানে সমান সমান, নয় উঁচু নয় নীচু
সারা জীবন ছায়া হয়ে রয় সে পিছু পিছু।
বিবাদ এলে সবাই পালায়, বন্ধু দাড়ায় পাশে
নিজের ক্ষতি হয় যদি হোক বন্ধু ছুটে আসে।
বন্ধু মানে অকারণে হাহা হুহু হাসি
ভালোবাসি বন্ধু তোদের বড্ড ভালোবাসি।

রঘুরামপুর মাদ্‌রাসা

ফাহিমা আক্তার

কী বলব আর মাদরাসার কথা
যার প্রতিটি মুহূর্ত আমার হৃদয়ে গাঁথা।
বলা হয় -'স্টোর হাউজ অব নলেজ'
আমাদের ঐতিহ্যবাহী রঘুরামপুর মাদ্‌রাসা।
মাদ্‌রাসার শতবর্ষী তোরণ
এখনো চলে হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পদাচরণ।
তার মধ্যে আবার মেধাবীদের এক ঝাঁক
আমাদের সকল হুজুর
ভুলিতে পারি না তাদের অবদান।
আজীবন করিবো তাদেও স্মরণ ও সম্মান।
এই ক্যাম্পাসের আঙ্গিনা
ন্যায়, নীতি ও স্বাধীনতার ঠিকানা।
বান্ধবিদের সাথে আড্ডা হাসি আর গানের মেলা
এভাবেই চলে গেল সারা বেলা

দাখিল স্মৃতি স্মারক ২০২০

ভালোবাসার এপিঠ ওপিঠ

হাফসা নূর ডলি

আমি জীবনকে ভালোবাসি
মরণকে নয়
আমি কর্মকে ভালোবাসি
বেকারত্বকে নয়
আমি তাজা ফুলকে ভালোবাসি
শুকনো ফুলকে নয়
আমি বিজয়কে ভালোবাসি
পরাজয়কে নয়
আমি পাপীকে ভালোবাসি
পাপকে নয়
আমি সবার মুখে হাঁসি ফুটাতে ভালোবাসি
নিজে হাসতে নয়
আমি নির্জনে বসে কাঁদতে ভালোবাসি
অন্যকে কাঁদাতে নয়
আমি সবাইকে ভালোবাসি
কাউকে একা নয়।

মাদরাসায় যাব

শামসুল আরেফিন

এবার হুকুম দাওনা গো মা
রঘুরামপুর মাদরাসায় যাই
রঘুরামপুর মাদরাসায় নূরের আলো
দেখতে সবাই পায়।
আশে পাশের ভাই-বোনেরা রঘুরামপুর মাদরাসায় যায়
কোরআন হাদীস শিখছে তারা
দেখতে মোরা পাই।
আদর কত তাদের মাগো
সীমা রেখা নাই,
জনতা আর হাফেজ আলেম
আদর করে সবাই
ভালোবাসেন আল্লাহ তা'য়ালা
কোরআন শিখে তাই।

দাখিল স্মৃতি সংখ্যা ২০২০

প্রিয় নবী(দ)'র হাবীব তারা
সন্দেহ কভু নাই
দোয়া করে সাজিয়ে দাও গো মা
রঘুরামপুর মাদরাসায় যাই
জান্নাতে নেব তোমায় মাগো
কোরআনের ওসিলায়।

বন্ধু

লাকী আক্তার

বন্ধু মানে
নীল সাগরের উপচে পড়া ঢেউ
বন্ধু মানে
মনের মতো খুঁজে পাওয়া কেউ
বন্ধু মানে
অজান্তে হারিয়ে যাওয়া
বন্ধু মানে
না বলা কথাগুলো বুঝে নেওয়া
বন্ধু মানে
সবকিছুতেই একটু বাড়াবাড়ি
বন্ধু মানে
সুখে দুঃখে পাশে থাকা
বন্ধু মানে
না থাকলে সব ফাঁকা
বন্ধু মানে
একটুতেই অনেক খুশি।
"আই মিস ইউ মাই ফ্রেন্ডস"

আমাদের মাদরাসা

পাহমিদা আক্তার বৃষ্টি

দাখিল স্মৃতি সংখ্যা ২০২০

আমাদের মাদরাসাটি দেখতে যদি চাও
কুমিল্লার স্বপ্নপুরি
রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় যাও।
কোটও নাই বাড়িও নাই
অট্টালিকায় ভরা,
অট্টালিকা দেখে সবাই হবে আত্মহারা।
উত্তরে আছে শহীদ মিনার
ঘেরা সবুজ গাছে।
এগিয়ে গেলে রঘুরামপুর মাদরাসায়
দেখে মন নাচে...

সময়ের শেষ বেলায়

সাদিয়া ইসলাম

যাবার বেলায় দাও বিদায়
ছেড়ে যেতে নাহি চাই, তবু যেতে হয়।
ক্ষণিকের সময় যদি দিই ব্যথা
নিজ গুনে করিও ক্ষমা।
শেষ বেলায় হলো দেখা,
থাকি যেন অনন্তকাল ধরে।
এ দিন আসে না যেন কারো ক্ষণে
থাকে যেন চিরকাল।
মনে রেখো মোরে, ভুলে যেন নাহি যাও
এ স্মৃতিগুলো নিয়ে যাই চলে
অনেক দূরে, বহু দূরে।
যাবার বেলায় কাঁদিয়ে গেলাম সবাইকে
দু:খে ভরা মনে।
যতদিন রবো সঙ্গে থাকবে এ স্মৃতিটুকু
এ দিয়ে শেষ বেলায় চলার বাহন আমার।

মাদরাসা জীবন

সাদিয়া নূর আঁখি

মাদরাসা জীবন মানেই
সেই সকাল বেলা ফজরের পর কোরআনের বাণী শোনা
মাদরাসা জীবন মানেই
সেই প্রথম ঘন্টায় আরবী কিতাব পড়া
মাদরাসা জীবন মানেই
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শোনা
মাদরাসা জীবন মানেই
বাবা-মাকে জান্নাতের পথযাত্রী করা
মাদরাসা জীবন মানেই
সবাই মিলে একটি গজল বানানো
মাদরাসা জীবন মানেই
হাজারো মিষ্টি স্মৃতি দিয়ে সাজানো একটি গল্প
মাদরাসা জীবন মানেই
পছন্দের সেই প্রথম সিট
মাদরাসা জীবন মানেই
একই ইউনিফরম দিয়ে অনেক বছর কাটিয়ে দেয়া
মাদরাসা জীবন মানেই
স্যার, ম্যাডাম ও হুজুরদের বিখ্যাত কিছু উক্তি শোনা
মাদরাসা জীবন মানেই
টিফিন টাইমের অপেক্ষা আর খাবারে ভাগ বসানো
মাদরাসা জীবন মানেই
ভুল পথে যাওয়া নয়; বরং সঠিক পথে যাওয়া
মাদরাসা জীবন মানেই
গান-বাজনায় মেতে থাকা নয়; বরং রাসূলের শানে দরূদ পাঠ করা।
মাদরাসা জীবন মানেই
সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করা
আই লাভ মাই মাদরাসা ॥

ওস্তাদ

হাফসা নূর ডলি

ওস্তাদ আপনাদের এই নামটি

অতি সম্মানে রাখা
সারা জীবন শিক্ষা দানের মাঝে
নাহি থাকে ফাঁকা।
ওস্তাদ আপনারা আমাদের মাঝে
ছড়িয়ে দেন আলো
আমার কাছে ওস্তাদ আপনারা সবার চেয়ে ভালো
করি মুনাজাত খোদার তরে আপনাদের হায়াত
দীর্ঘজীবি হউক
আপনাদের কথা চিরদিনি
আমাদের মনে রউক।

Farewell day

তারেক যোবায়ের

Farewell day তুমি কেন আসো
প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে।
Farewell day তুমি কেন শেষ ঘন্টা বাজাও
প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাদরাসা জীবনে।
Farewell day তুমি কেনো ভেঙে দাও
প্রতিটি বন্ধুর বন্ধুত্বের বন্ধনকে।
Farewell day তুমি কেন আসো
বন্ধুদের সাথে কাটানো সুখের দিনগুলো সময়।
Farewell day তোমাকে মনে করেছিলাম
শত সুখের একটা দিন।
Farewell day তুমি যার কপালে এসেছ
তাকেই দিয়েছ শত কষ্টের একদিন।

আলোকচিত্র

حفلة الميلاد النبوي و الدعاء
لنجاح الطلاب المشتركين فى امتحان للداخل
المكان: قاعة المدرسة التاريخ: ٢٨ من يناير ٢٠٢٠
مدرسة رغورام فور الإسلامية للداخل

রঘুরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা
স্থাপিত:- ১৯৫৭ খ্রিঃ
নির্মাণে: শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
নির্মাণ সন- ২০১৪-১৫
ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন
আইন হাতে তুলে নেবেন না
আদর্শ সদর উপজেলা পরিষদ, কুমিল্লা

حفلة الميلاد النبوي والدعاء
لنجاح الطلاب المشتركين فى امتحان للداخل
المكان: قاعة المدرسة التاريخ: ٢٨ من يناير ٢٠٢٠
مدرسة رغورام فور الإسلامية للداخل

দাখিল স্মৃতি স্মারক ২০২০